দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

নেতাদের নিয়োগ বাণিজ্যের মাশুল দিচ্ছে ইবি'র ১২ হাজার শিক্ষার্থী

■ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

নিয়োগ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের অযাচিত হস্তক্ষেপে গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ২১৭ তম সিন্ডিকেট অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গত রবিবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অঘোষিত বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো বলতে পারছে না কবে নাগাদ ক্যাম্পাস সচল হবে। এতে সম্পূর্ণরূপে সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় হুমকির মুখে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন। এদিকে দীর্ঘদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস অচল থাকায় অধিকাংশ আবাসিক শিক্ষার্থী হল ত্যাগ করতে শুরু করেছে।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ঝিনাইদহ জেলা পৌর মেয়র ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা সাইদুল করিম মিন্টু বিগত সিন্ডিকেটে চাকরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে একটি তালিকা দেয়। সেই তালিকা অনুযায়ী সকল প্রার্থীর চাকরি না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গাড়ি আসতে দিচ্ছেন না তিনি। সে ক্ষেত্রে তিনি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ গাড়ি মালিক সমিতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গাড়ি সরবরাহ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব এমনকি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত গাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় বের হতে দেখলেই তার অনুসারি ও চাকরি বঞ্চিতরা হামলা ও ভাংচুর চালাচ্ছে। এতে সম্পূর্ণরূপে পরিবহন নির্ভর এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অচলাবস্থা সহসাই কাটছে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও কোন সমঝোতা করতে পারছে না।

এদিকে ক্যাম্পাস অচল থাকায় ২২টি বিভাগের প্রতিদিন প্রায় ৮/১০টি করে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাচ্ছে বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা গেছে। ফলে ৩ থেকে ৪ বছরের সেশনজটে ভুগতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী আরও ভয়াবহ সেশনজটের আশঙ্কা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন বলেন, অচলাবস্থা নিরসনে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া বাস মালিক সমিতির সাথে ক্যাম্পাসে গাড়ি চলাচলের ব্যাপারে আলোচনা চলছে। আশা করি খুব শীঘ্রই ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক হবে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামছুজ্জামান তুহিন বলেন, ভাংচুর ও হামলার সাথে ছাত্রলীগ জড়িত নয়। তবে যাদের বাপ-দাদার জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত সেই সকল স্থানীয়রাই চাকরি না পেয়ে এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ঝিনাইদহ মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, সিন্ডিকেটে আমার কোটা পূরণ না হওয়ায় গাড়ি বন্ধ করেছি এ অভিযোগ সত্য নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে গাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে সমঝোতা না হওয়ায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে গাড়ি প্রদান বন্ধ রেখেছি।